রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ১০, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ মে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৪১-আইন/২০১০-০৫.০৩০.১৭৪.০০.০২২.০২৭.২০০৮ ।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০ (২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ।—এই বিধিমালা নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "উত্তীর্ণ প্রার্থী" অর্থ Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 এর rule 16 এ বর্ণিত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের (successful candidates) মধ্যে যাহারা ক্যাডার সার্ভিস বা পদে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত নহেন;

(২) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

(৩) "নন-ক্যাডার পদ" অর্থ কমিশনের সুপারিশের আওতাভুক্ত কোন সরকারী অফিসের রাজস্ব খাতের সরাসরি নিয়োগযোগ্য স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড প্রারম্ভিক পদ;

(৪) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ করা হইবে সে পদের সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে বর্ণিত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ;

(৫) "নিয়োগ বিধি" অর্থ সংশ্লিষ্ট নন-ক্যাডার পদের বিদ্যমান নিয়োগ বিধি;

(৬) "নিয়োগের যোগ্যতা" অর্থ নিয়োগ বিধিতে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অভিজ্ঞতা, যদি থাকে;

(৭) "বিসিএস পরীক্ষা" অর্থ Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 এর অধীন গৃহীত পরীক্ষা;

(৮) "সংরক্ষিত তালিকা" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি ৫(৩) এর অধীন প্রণীত সংরক্ষিত তালিকা।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **নন-ক্যাডার পদের বিবরণ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখকরণ, ইত্যাদি।**—(১) কমিশন বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের বিষয়ে কমিশনে সংশ্লিষ্ট পদের অনুরোধপত্র প্রাপ্তির তারিখের ক্রমানুসারে নন-ক্যাডার পদের বিবরণ ও সংখ্যা উল্লেখ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ২৮তম, ২৯তম এবং ৩০তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নন-ক্যাডার পদের বিবরণ ও সংখ্যা উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও, উক্ত পরীক্ষা তিনটিতে অংশগ্রহণকৃত প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক নন-ক্যাডার পদের সুনির্দিষ্ট বিবরণ ও সংখ্যা উল্লেখক্রমে কমিশনকে অনুরোধ করা সাপেক্ষে এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সুবিধাদি প্রযোজ্য হইবে।

৫। **উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন প্রত্যেক বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধাক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) কমিশন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হইতে তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে, কমিশন আবেদনকারীদের একটি সংরক্ষিত তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত তালিকা পরবর্তী বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পূর্ব দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৬। **নিয়োগের জন্য সুপারিশ।**—এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, যে সকল নন-ক্যাডার পদে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃক কমিশনকে অনুরোধ জানাইবে, কমিশন সংরক্ষিত তালিকার মধ্য হইতে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্তাদি অনুসরণক্রমে, ঐ সকল পদে নিয়োগের যোগ্যতা রহিয়াছে এমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী বাছাইপূর্বক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে—

(ক) সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা শূন্য পদের ৫০% এর বেশী হইবে না;

(খ) প্রার্থী বাছাইয়ের অনুরোধপত্র প্রাপ্তির তারিখের ক্রমানুসারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে;

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর প্রেক্ষিতে পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে;

(ঘ) কোন প্রার্থীকে একাধিক পদের জন্য বা একাধিক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না।

৭। **নিয়োগ প্রদান।**—(১) কমিশনের নিকট হইতে সুপারিশ প্রাপ্তির পর নিয়োগ সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনপূর্বক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সংরক্ষিত তালিকা হইতে কমিশন কর্তৃক কোন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করিবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপত্র জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত প্রার্থী যোগদান না করিলে অথবা, যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে উক্ত সুপারিশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত প্রার্থী উক্ত তালিকা হইতে পুনরায় কোন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ লাভের জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) উত্তীর্ণ কোন প্রার্থীর নাম সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা কমিশন নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিয়াছে এই কারণে উক্ত প্রার্থীর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের কোন অধিকার জন্মাইবে না।

৮। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালার কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd